-জাল-

"জাল, জোচ্চুরি, মিছে কথা
এই তিন লয়ে কলকাতা"

প্রবাদটা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুমারেশ।

৩/১ কৃপাশঙ্কর স্ট্রিটের ছোট্ট পার্ক শনিবার সন্ধ্যায় প্রায় খালিই থাকে তাই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা এখানেই স্থির হয়।

আজ চত্বরটা অন্যদিনের চেয়ে বেশীই নিস্তব্ধ, মনে পড়ল আজ ভারত পাকিস্তানের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল।

সু-লিখিয়ে কুমারেশ মজুমদার বইপাড়ায় থেকেও নেই।অশরীরী যাকে বলে।
ঘটনা বা দুর্ঘটনার সূত্রপাত বছরখানেক আগে..

পরিকল্পনার নিউক্লিয়াস উর্ণনাভ সামন্ত।

কেরানি কুমারেশের খুচরো লেখালেখি করে নাম হয়েছিল বন্ধু মহলে।সহকর্মীদের উৎসাহে আর নিজের সাহসে একটা নভেলেট লিখে পাঠিয়ে দেয় বইপাড়ার কিশলয় প্রকাশনীতে।সে শুনেছিল নিউ কামারদের হাত শক্তের প্রথম পছন্দ এটাই।

কুমারেশের ডাক পড়ে মাস চারেক পর -৬ নম্বর মুরারীমোহন লেনের প্রকাশক উর্ণনাভ সামন্তের বাড়িতে।নাম খটোমটো হলেও প্রকাশক হিসেবে সোজাসাপ্টা তিনি।

থুতুর সাহায্যে পান্ডুলিপির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে প্রস্তাবটা তিনি সরাসরি পেশ করেন প্রাথমিক কথাবার্তার পরেই।

এটা পাইলট প্রোজেক্ট ধরা যেতে পারে জানান উর্ণনাভ।

কুমারেশের বই তিনি ছাপবেন, যদি সমর মিত্রের নামে তিনি একটা উপন্যাস তাঁকে লিখে দেন।

যেহেতু তাঁর মতো প্রকাশকের সাধ থাকলেও সমর মিত্রের বই করার সাধ্য নেই।

আর আজকের সময়ে সমর মিত্র আর বেস্টসেলার সমার্থক শব্দে দাঁড়িয়েছে।

জীবনে জাল ডাক্তার,জাল উকিল,জাল পুলিশের কথা শুনলেও কুমারেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

গোস্ট রাইটিং কথাটা আগে শুনলেও স্পষ্ট ধারণা ছিলনা।

পরে অবশ্য সে জেনেছিল বাজারে জাল বিমল কর থেকে তারাশঙ্কর,শরৎচন্দ্র সবারই কমবেশি অস্তিত্ব ছিল।

মনটা ভেঙে গেল।জীবনের প্রথম পেশাদার কাজ অথচ সেটা বেনামে।

কড়কড়ে নোটের তাড়া একটা খামে ভরে এগিয়ে দ্যান উর্ণনাভ সামন্ত।

বছর ২৫ এর পোড়খাওয়া ব্যবসায়ী, হঠাৎ লেখক হতে চাওয়া মানুষদের ভালোই চেনেন।

টোপটা গেলে কুমারেশ।

কুমারেশের পেশাদার জীবন শুরুতেই শেষ হয়ে গেল বা শেষ থেকে শুরু হল।চ্যালেঞ্জ টা জেদের বশেই নিল সে।

কাঠখড় ভস্ম করে,ছ মাসের ঘষামাজার পর যেটা দাঁড়াল তাতে প্রকাশক বুঝলেন লোক চিনতে তিনি ভুল করেননি।

মাসখানেকের মধ্যে শতাধিক কপি বিক্রি হয়ে দ্বিতীয় মুদ্রণে গেল কুমারেশের উপন্যাস।

মাসের শেষে যখন হাতে বেশকিছু টাকা এল হাতে তখন খুশিই হল কুমারেশ।

একা মানুষ সে,নেশা বলতে সপ্তাহে একদিন রেস্তোরাঁয় খাওয়া আর দু প্যাকেট ডানহিল ক্লাসিক সিগারেট, আর দু মাসে একটা সিনেমা।
এরপর কুমারেশের বছরকয়েক ঘুরল সমর মিত্র হয়ে,নিজের পরিচয় ধীরে ধীরে খোওয়ানোর অনুভূতি কে তখন ঢেকে রেখেছিল টাকা আর প্রকাশকের আশ্বাস।

বলা ভালো মরীচিকা আশ্বাস।

সমর মিত্রের স্টাইলে লিখলেও সে নিছক দুনম্বরি ব্যতীত অন্যকিছু নয় সেটা বুঝল বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখার সমালোচনায়।

অতএব গোলাপের সাথে কাঁটা,মধুর সাথে হুল পাওনা খাতে জমা হল।

নকল লেখকের লেখার সুখ্যতি এবং কুখ্যাতি দুই-ই আসল লেখকের উপর গিয়ে বর্তায়। অকারণে অন্যের বোঝা কে বহন করতে চায়।তাই থানা পুলিশ হয়ে মামলা যখন কোর্টে গড়াল তখন রাতারাতি কুমারেশের জাল পরিচয়পত্র বের করে ফেললেন উর্ণনাভ সামন্ত।

একই নামে দু'জন লেখক থাকতেই পারেন। আইনত কিছু করা যায় না।কাজেই মামলা দায়ের হলেও হেরে যান আসল সমর মিত্র!

ব্যাপারটায় স্বস্তির চেয়ে বেশী শঙ্কিত হয় কুমারেশ।

উর্ণনাভ মানে মাকড়সা কুমারেশ জানলেও,ভুলে গেছিল।যখন মনে পড়ল তখন বুঝল
জনপ্রিয়তা,পুঁজি আর সাপ্লাই-ডিম্যান্ডের জটিল জালে মোহরা হয়ে গেছে সে।
উপলব্ধি হল প্রকাশকের বোনা জালে সে স্রেফ জাল হয়েই রয়ে যাবে।নতুন পান্ডুলিপির সাথে সে আসল পরিচয়ও সে বিক্রি করেছেএকটু একটু করে।
কখন যেন জীবনের রিয়্যালিটিটাকে অতিক্রম করে ফেলে, 'ফেক'-এর জগতে ঢুকে পড়েছে কুমারেশ।
সে বুঝতে পারছিল লেখক প্রকাশকের সহজাত মিথোজীবী সম্পর্কটা এখন কেবল পরজীবী হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ফলে,উর্ণনাভের মুনাফা মেশিন কুমারেশ ঠিক করল সে আর মেঘনাদ হয়ে লিখবেনা,।
কিন্তু প্রকাশকও তাকে দিয়ে লেখাবেনই- শুরু হল ঠান্ডাযুদ্ধ।
সে উর্ণনাভকে ছাড়তে চাইলেও উনি কুমারেশকে ছাড়লেন না।
ঠিক তখনই " এলিমিনেশনর" ব্যাপারটা জানতে পারে কুমারেশে।সংযোগ একেই বলে।
গল্পের ভিতরে অন্য গল্প সাজাতে শুরু করে সে।

...সবার উপরে ক্লায়েন্ট সত্য।প্রাইভেসি ইজ আওয়ার ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট প্রায়রোটি অ্যান্ড গুডউইল অলসো।নো ওয়ারিজ..ইত্যাদির আশ্বাসে ভরিয়ে দিল "এলিমিনেশন" গ্রুপের আগন্তুক প্রতিনিধি।
জাল পরিচয়ের জাল ছিঁড়তে কুমারেশের গাইড এখন এলিমিনেশন।
"কন্ট্যাক্ট টুডে-মেক টুমরো"..ইওর প্রবলেম এলিমিনেটর। অস্তিত্ব সংকটে বিদ্ধ কুমারেশ যখন ধরে নিয়েছিল ফেরবার পথ নেই -হলুদ কাগজের লিফলেটে লাল কালিতে লেখা "এলিমিনেশনের" বিজ্ঞাপনটা তখনই নজরে আসে তাঁর।
এরকম লিফলেট মাসে বারকয়েক আসে খবরের কাগজের সাথে- বিষয় নতুন বিউটি পার্লার,গাড়ির শোরুম,কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে অম্বলের আয়ুর্বেদিক ওষুধ,বাড়ির দালাল,কোচিং সেন্টার ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এবারের অন্যরকম বিজ্ঞাপনটা যেন কুমারেশের মুশকিল আসান হয়েই হাজির।
মনে মনে উর্ণনাভ কে এলিমিনেটের ব্লু প্রিন্ট ছেপে ফেলে সে।

তাঁরই ফলশ্রুতি আজ সন্ধ্যায় নির্জন পার্কের অ্যাপয়েন্টমেন্ট।
গুপ্তদল "এলিমিনেশনের" কাজ হয় ক্লায়েন্টের পছন্দে আর পারিশ্রমিক নিজেদের পছন্দে।

মিহি গলায় আগন্তুক বলল চার আনা অস্ত্র,৬ আনা বুদ্ধি,বাকি ৬ আনা চাতুর্য মিশিয়ে আমাদের ১৬আনা ক্রাইম শিল্প।

কেসের গুরুত্ব অনুযায়ী খুঁটিনাটি হোমওয়ার্ক করে আমরা স্ট্র্যাটেজি ফুলপ্রুফ করি।

তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ক্রাইম দেখায় নিঁখুত দুর্ঘটনার মতোই...দিজ ইজ আওয়ার স্পেশালিটি।
আপনার জন্য আমার প্ল্যান আল্ট্রা ইউনিক।পকেট থেকে একটা কলম বের করে আগন্তুক এগিয়ে দেয় কুমারেশের দিকে।
কুমারেশ দেখলেন-জাপানি পাইলটের কালো-সোনালী ভিন্টেজ মডেল।
আগন্তুক বলে চলল -এটা দিয়ে লিখবেন প্রকাশকের জন্য শেষ কাহিনী।

লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট।পান্ডুলিপির পাতা প্রকাশক উল্টাবেন জিভে আঙুল ঠেকিয়ে,এই কালি আঙুল থেকে জিভ হয়ে পেটে।
পোড়া আতপচাল,ভুসো কালি,কলাপাতার ছাই,ধুতরার রস,আর কিছু মন্ত্রগুপ্তি এর মূল উপকরণ।

স্লো পয়জনিং এর কাজ করবে এই বিশেষ কালি,নির্দিষ্টভাবে বললে বিষ কালি।
যতদিনে ব্যাপারটা ধরা পরবে ততদিনে তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এ পিকচার পারফেক্ট মার্ডার।
আগন্তুক নিঃশব্দে ঠান্ডা হাসি দিলেন,জানেনই তো- "অসির চেয়ে মসি বড়"।

ছকের অন্তিম অঙ্ক অনুযায়ী আজ কুমারেশের নতুন পান্ডুলিপি দেওয়া ও ঊর্ণনাভের সঙ্গে ডিনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তাঁর ৬নম্বর মুরারীমোহন লেনের বাড়িতে।

কুমারেশ ভাবলেন দ্য লাস্ট সাপার,তারপরই মুক্তি।
এরপর ঊর্ণনাভের গল্প শেষ নতুন গল্প শুরু।

বাস থেকে নেমে ঘড়ি দেখল কুমারেশ রাত্রি নটা পঁয়ত্রিশ।
ঊর্ণনাভকে জানিয়েছে সে দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবে,জোরে পা চালাল কুমারেশ।

উত্তর কলকাতার এই দিকটা বরাবরই নির্জন।একটা সিগারেট ধরিয়ে হাটতে থাকল সে।
ফুটপাত থেকে নেমে বড় রাস্তা পারের সময়ই ঘটল ঘটনাটা।

একটা উন্মত্ত ট্রাক ধূমকেতু গতিতে এসে গতির সাথেই উধাও হয়ে গেল।

শুধু একটা ধাক্কা -পলকের মধ্যে কুমারেশ আছে থেকে নেই হয়ে গেল।

সাক্ষী রইল কেবল জ্বলন্ত আধ পোড়া সিগারেট।

ঊর্ণনাভ অপেক্ষা করছিলেন।ঘড়ির কাটায় দশটা দশ, ফোনটা তখন এল।

ওপাশ থেকে মিহি স্বর বলে উঠল এলিমিনেশন থেকে বলছি স্যর।

মিশন অ্যাকমপ্লিশড আপনার চাহিদামত।

যেমনটা বলেছিলাম একটা দশ চাকা ট্রাক... ইট ওয়াজ এ পারফেক্ট রোড অ্যাক্সিডেন্ট...নিখুঁত দুর্ঘটনা...
হাসলেন ঊর্ণনাভ।তাঁর মাথায় এখন অন্য জাল বোনা শুরু...